তারিখ ...2-9 JUN 1997...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটি গ্রন্থাগার ॥ সমস্যার শেষ নেই

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আজও সম্ভব হলো না প্রশাসনিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের সমাধান করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিই এর উদাহারণ। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নানান সমস্যা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় এ পর্যন্ত অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের সচেতনতা উদয় হয়নি।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারে 'টিউশনি' প্রথা বেশ চোখে পড়ছে। গ্রন্থাগারের ভিতরে এই 'টিউশনি' বা ব্যাচে পড়ানোর ব্যবস্থাটি আগের চাইতে

ইশরাত জাকিয়া সুলতানা

আরও জোরদার হয়েছে। মূলত অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীকে সিনিয়র ছাত্রদের কাছে ব্যাচে পড়তে দেখা যায়। আজকাল ইংরেজী, লোক প্রশাসন, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীও ব্যাচে পড়া আরম্ভ করেছে। সাধারণত অনার্স ফাইনাল বা মাস্টার্সের ছাত্রদের কাছে ১ম বা ২য় বর্ষের ছেলেমেয়েরা ব্যাচে পড়ে। এতে করে টিউশনি করানো ছাত্রটির যেমন একটা আয়ের পথ তৈরি হচ্ছে, তেমনি ব্যাচে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস না করলেও চলে। কারণ ব্যাচে পড়ে তারা তৈরি নোট পেয়ে যায় বলে ক্লাসের সময়টুকু আড্ডা মেরে পার করে দেয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী লাইব্রেরির ভিতরে টিউশনি করা নিষেধ. যারা টিউশনি করায়, তারা সহজেই কোন কোচিং সেন্টার খুলে বসতে পারে। তাতে অন্য ছাত্রদের পড়ার পরিবেশ নষ্ট হয় না।

আসা যাক আড্ডার প্রসঙ্গে। বাঙালীদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য 'আড্ডা দেয়া'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও বিরল নয়। আড্ডা নিঃসন্দেহে শুধু মনের সঞ্জীবতা আনে না, পাশাপাশি অনেক অজানা জিনিস জানতে সাহায্য করে। কিন্তু মনের সঞ্জীবতা আনতে গিয়ে একদল আড্ডাপ্রেমী আরেক জন পড়ুয়ার প্রতি কতটুকু সুবিচার করছে, তা কখনও ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। লাইব্রেরির ভিতরে অধ্যয়নরতদের পড়ায় বিঘ্ন ঘটিয়েও তারা টেবিল চাপড়ে জম্পেশ আড্ডা দেয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়। এই আড্ডাবাজদের দখলেই অধিকৃত থাকে লাইব্রেরির বেশ কিছু চেয়ার-টেবিল। ফলে পড়ুয়াদেরকে বসার জায়গার অভাবে অনেক সময় বাধ্য হয়ে লাইব্রেরি ছেড়ে চলে আসতে হয়।

লাইব্রেরি বলতে যা বোঝায়, তাহলো নিশ্ছিদ্র পরিবেশে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করা অথচ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভিতরে এর বিপরীত দৃশ্য দেখা যায় বললে ভুল হবে না। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত 'নির্বিঘ্নে' লেখাপড়ার ব্যাপারটি খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই সম্ভব হয়। এ সময়টুকু সেখানে 'হট টাইম'। কারণ অধিকাংশ টিউশনি ও আড্ডাবাজী তখনই হয়। অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের অনেকের পক্ষেই বেলা ৩টার পরে লাইব্রেরিতে থাকা যায় না বলে তিনটার আগেই তাদেরকে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে হয় অথচ টিউশনি' ও 'আড্ডা'র যৌথ উচ্চশব্দ এবং চেয়ার দখল অধ্যয়নরতদের পড়ায় মনোনিবেশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব অহেতুক আড্ডা ও বিধিবহির্ভূত টিউশনি রোধকল্পে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ একেবারেই নীরব ভূমিকা পালন করে। বৃটিশ কাউন্সিল বা ইউসিসের কথা না হয় বাদ থাকল, পাবলিক লাইব্রেরিতে এতটা শোরগোল হয় না, যা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিতে হয়।

কিছু দিন আগে থেকে লাইব্রেরির প্রবেশ পথে পরিচয়পত্র চেক করার একটি রীতি চালু হয়েছিল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রবেশ রোধ করার জন্যে। বর্তমানে এ ব্যবস্থাটিও শিথিল হয়ে আসছে। দুপুর পর্যন্ত এই চেক-আপের কাজটি অনিয়মিতভাবে করা হলেও বিকাল বা সন্ধ্যায় কখনই পরিচয়পত্র চেক করা হয় না। এই দায়িত্বহীনতার নমুনা লাইব্রেরির ভিতরে অছাত্রদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করছে।

উল্লিখিত সমস্যাগুলো ছাড়াও আরও একটি সমস্যা হলো 'পাতা কাটা'। এটি লাইব্রেরির একটি ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত সমস্যা। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বইয়েরই মাঝখান থেকে দরকারী পাতাগুলো উধাও হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যায়।

ঢাকা ভার্সিটি লাইব্রেরির ভিতরের ছবি--টিউশনি কাম আড্ডার একটি দৃশ্য, নীরবে অধ্যয়নের সুযোগ নেই --আবুস সামাদ জুয়েল